

১৭তম তারাবীহ

১৭তম তারাবীহর পঠিতব্য অংশ কুরআনের ২০ নম্বর পারা। এ পারার আয়াত ১০।
নামলের শেষাংশ, সূরা কাসাস ও সূরা আনকাবুতের দুই তৃতীয়াংশ।

ঘটনাবলি

সূরা কাসাসের শুরুতেই মূসা (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। ইসরাইলকে দাস বানিয়ে তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাত ফিরাউন। গণহত্যা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মূসা (আ.)-এর আগমন ঠেকাতে সে গণহত্যা চালাত। আল্লাহর পরিকল্পনা বানচাল করবার সাধ্য আছে কার! শিশু মূসাকে বাগ্‌জিটে নদীতে ভাসিয়ে দেন তার মা। ভাসমান সেই শিশুর আশ্রয়স্থল হয় ফিরাউনের প্রাসাদের শত্রুর ঘরে, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়ার কাছে লালিত-পালিত হন তিনি। যুবক মূসা এক মজলুমকে রক্ষা করতে গিয়ে এক অত্যাচারীর মৃত্যু ঘটে তার হাতে। ফিরাউন মূসা (আ.) মিশর ছেড়ে মাদায়েন চলে যান তিনি। সেখানে শূআইব (আ.)-এর আশ্রয় পাওয়ায় তার সাথে বিয়ে হয় তার। মাদায়েনে কেটে যায় দশ বছর। দশ বছর পর ফিরে আসেন মূসা শহরে। পথিমধ্যে পবিত্র তুর পর্বতে আল্লাহর ডাক পান তিনি, লাভ করেন নব্বুত। আল্লাহ তাকে দুটি মুজিয়া দিয়ে ফিরাউনের কাছে পাঠান দওয়াতি মিশনে। দুটি মুজিয়া একটি হলো তার হাতের লাঠি, যা নিক্ষেপ করলে আল্লাহর কুদরতে বিশাল অগ্নি পরিণত হয়। অপরটি হলো তার হাতের অলৌকিক জ্যোতি। বগলের নিচ থেকে আগুন বের করলে যা উজ্জ্বল প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করে। ফিরাউন মূসা ও হারুনের সঙ্গে অস্বীকার করে। বরং মূসার প্রতিপালককে সূচক্ষে দেখার অভিলাষে ঠাট্টাচ্ছিলে হঠাৎ উঁচু টাওয়ার নির্মাণের নির্দেশ দেয় সে। ঔন্ধ্যতের কারণে অনুসারীসহ ফিরাউন মৃত্যু ভুবে ধ্বংস হয়। ২৮/৩-৪৮

মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ছিল কারূন। আল্লাহ তাকে বিপুল ধনত্ব ও প্রাচুর্য দান করেছিলেন। তার ধনভাণ্ডারের চাবি একজন শক্তিমান লোকের হাতে বহন করাও কষ্টসাধ্য ছিল। সম্পদের মোহে অন্ধ কারূন সৃজাতির ওপর নিষ্ঠা চালাত। সৃজাতি তাকে অহংকার করতে নিষেধ করে। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুরোধ জানায়। আল্লাহ যেমন তাকে অনুগ্রহ করেছেন, সেও যেন মানুষের প্রতি যেমন অনুগ্রহ করে। কিন্তু সে কারো উপদেশ কানে তোলে না। বরং তার অহংকার

ঈশ্বরা আরো বেড়ে যায়। তখন আল্লাহর আযাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রাসাদসহ ভূগর্ভে হসিয়ে দেওয়া হয় কারুনকে। ২৮/৭৬-৮২

আনকাবুত মানে মাকড়সা। সূরা আনকাবুতে কয়েকজন নবীর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। নূহ (আ.) সাড়ে নয়শ বছর সৃজাতিকে দাওয়াত দেন। তার দাওয়াতে ১০০ জনের চেয়েও কমসংখ্যক লোক ঈমান গ্রহণ করে। আর বাকি সবাই তাকে অস্বীকার করে। ফলে মহাপ্লাবন দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এতে সমাজ সংশোধনের কাজে দৃঢ়তা ও ধারাবাহিকতার পরম শিক্ষা পাওয়া যায়।

ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতে ভাতিজা লূত (আ.) ছাড়া বংশের উল্লেখযোগ্য কেউ-ই ঈমান আনেনি। বরং তারা তাকে হত্যার চেষ্টা করে। সৃজাতি ঈমান না আনলেও মহান আল্লাহ তাকে ইসহাক ও ইসমাইলের মতো পুণ্যবান ও নবুওতহনা সম্মান দান করেন।

পৃথিবীতে প্রথম সমকামের অপরাধে লিপ্ত হয় লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। তাদের পরিণতি ও গণ আযাবের পাশাপাশি শূআইব (আ.)-এর সম্প্রদায় এক আদ ও হামুদ জাতির অবস্থা ও পরিণতি আলোচিত হয়েছে। ২৯/১৪-৪০

ঈমান-আকীদা

আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পাঁচটি প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সৃষ্টিজগতের মহানৈপুণ্য ও হকীকত বিষয়ে আল্লাহ যেসব প্রশ্ন রেখেছেন, সেগুলোর সবুত্তরের নামেই রয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ। ঈমানজাগানিয়া সে আয়াতগুলো রয়েছে সূরা নামলে। ২৭/৬০-৬৪

দায়িত্ব পালনার্থে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ইখলাস থাকলে কেউ দাওয়াত গ্রহণ না করলেও তিনি সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না। তবে প্রকৃত ঘটনা হলো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। এমনকি রাসূল (সা.) নিজেরও কারো হেদায়েত নিশ্চিত করতে পারেন না। ২৮/৫৬

আদেশ

- আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ২৭/৭৯
- আল্লাহ প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করে আখিরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা করা। ২৮/৭৭
- মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা। ২৮/৭৭
- (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। ২৮/৮৭
- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। ২৯/৮

- আল্লাহর ইবাদত করা। ২৯/১৬
- আল্লাহকে ভয় করা। ২৯/১৬
- একমাত্র আল্লাহর কাছেই রিযিক অন্বেষণ করা। ২৯/১৭
- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ২৯/১৭

নিষেধ

- কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে দুঃখ না করা এবং তাদের চক্রান্তে পড় না হওয়া। ২৭/৭০
- অতি উল্লাসী না হওয়া। ২৮/৭৬
- জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি না করা। ২৮/৭৭
- কাফিরদের সাহায্যকারী না হওয়া। ২৮/৮৬
- মুশরিকদের দলভুক্ত না হওয়া। ২৮/৮৭
- আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যের কাছে প্রার্থনা না করা। ২৮/৮৮
- পাপ ও গুনাহের কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য না করা। ২৯/৮

দৃষ্টান্ত

আল্লাহর পরিবর্তে যেসব প্রতিমা বা সৃষ্টিকে মানুষ পূজনীয় মনে করে এবং ওপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে মাকড়শার জালের সাধো মত। জাল হলো সবচেয়ে ঠুনকো ও দুর্বল ঘর। মাকড়শা যেমন দুর্বল ঘরের ওপর করে, আল্লাহর সঙ্গে শিরককারীরাও দুর্বল উপাসকের ওপর ভরসা ও উপাসনা করে। ২৯/১৬

পার্শ্ব জীবনের হাকীকত

পৃথিবীতে যত সম্পদ ও উপকরণ আছে, সবই পার্শ্ব জীবনের পুঞ্জি ও শেষ। আখিরাতে মহান আল্লাহ যে নিয়ামত রেখেছেন, সেগুলোই হলো প্রকৃত নিয়ামত। সেই নিয়ামতই স্থায়ী। ২৮/৬০-৬১

কিয়ামতের বিশেষ আলামত

কিয়ামতের বৃহৎ পূর্বাভাসগুলোর সর্বশেষ আলামত হবে দাব্বাতুল আরদ বা ভূঁইয়ের হওয়া বিশেষ প্রাণী। সূর্য পশ্চিমে উদিত হলে এই প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে।

দরজা তখন বন্ধ হয়ে যাবে। সেই অলৌকিক প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে এবং মুমিন ও কাফিরের নাকের ওপর প্রত্যেকের পরিচয় সঁটে দেবে। ২৭/৮২

মহাপ্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, সবাই দিশেহারা হয়ে পড়বে। অবশ্য আল্লাহ যাদের চাইবেন (সৎকর্মশীল ঈমানদার ও শহীদগণ) তারা নির্ভয়ে থাকবে। ২৭/৮৭

পাপের পথে আহ্বানকারী থেকে সাবধান

পাপাচারীরা অন্যদেরকে পাপের কাজে আহ্বান করার সময় বলে, পাপ হলে আমাদের হবে। মূলত কারো পাপের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। প্রত্যেকের পাপের বোঝা তাকেই বহন করতে হবে। অবশ্য পাপের পথে আহ্বানকারীকে নিজের পাপের পাশাপাশি অন্যদের প্ররোচিত করার দায়ও বহন করতে হবে। ২৯/১২-১৩

আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

১. আল্লাহ অতি উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না। ২৮/৭৬

২. আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। ২৮/৭৭

ফজীলত ও মর্যাদা

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনে, তাদের প্রতিদান দ্বিগুণ করা হবে। ২৮/৫২-৫৪

মুমিনকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে

মুমিনের জীবনে পরীক্ষা ও বিপদাপদ অবশ্যম্ভাবী। কে সত্যিকারের ঈমানদার তা পরখ করবার জন্য মহান আল্লাহ সব যুগের মুমিনদেরকেই পরীক্ষার মুখোমুখি করেছেন। ২৯/২-৩, ১০-১১

যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তারা ভাবে, মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যাওয়া দেহাবশেষ কীভাবে পুনরায় উত্থিত হবে? এইসব অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্ব ভ্রমণ করে আল্লাহর গ্রাযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ দেখে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে সত্তা মানুষকে সূত্র ছাড়া শুরুতে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি মৃত্যুর পর ধ্বংসাবশেষ থেকে সৃষ্টি করতে অপারগ? ২৭/৬৪, ৬৭-৬৮

গ্রাজকের শিক্ষা

হান আল্লাহ যেমন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, মানুষের প্রতিও আমাদের সভাবে অনুগ্রহ করা উচিত। ২৮/৭৭

মানুষ যা প্রকাশ করে আর যা গোপন করে, তার সবই আল্লাহ জানেন। অদল-
জমিনে এমন কোনো গুপ্ত বিষয় নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুজে) দাখল
নেই। সুতরাং সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। তিনি সবই প্রমাণ
করেন। ২৭/৭৪, ৭৫

ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে সাথে সাথে অনুশোচনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, তুমি
স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মাফ করে দেন। ২৮/১৬-১৭

আজকের দোয়া

মূসা (আ.)-এর দোয়া:

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা
করে দিন। ২৮/১৬